রূপান্তরের গল্প

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

IFAD
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELPMENT

প্রোগ্রাম অন এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন,
এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
কৃষি মন্ত্রণালয়

আলু রপ্তানি করে বাছেদ এখন আলোর দিশারী

মিটুল কুমার সাহা
যুগ্ম-পরিচালক (মার্কেটিং), হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

নদীর এপার ভাঙে ওপার গড়ে এই তো নদীর খেলা। গানের এ কথাগুলোর মতোই কারো কারো জীবনে যেন তা সত্যি হয়ে ওঠে। কারো জীবনে আসে পূর্ণিমার আলো, আবার কারো কারো জীবনে নেমে আসে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার। এমনি একজন কৃষক হলেন জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার চকমুগি গ্রামের আব্দুল বাছেদ। তিনি আলু রপ্তানি করে খুঁজে পেয়েছেন জীবনের এক নতুন দিশা। যিনি এক সময় অন্যের জমি বর্গা নিয়ে স্বল্প পরিসরে অল্প পরিমাণে আলু চাষ করতেন, সেই বাছেদই এখন হয়েছেন আলু রপ্তানিকারক। আলু রপ্তানি করে তার বছরে আয় হয় ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা। এ যেন জাদুর চেরাগ!

কি করে একজন সাধারণ আলু চাষি হয়ে উঠলেন আলু রপ্তানিকারক? জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিন ছেলে-মেয়েসহ পাঁচ জনের একটি ছোট পরিবার নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটত তার, দিনে আনে দিনে খায় অবস্থা ছিল তার। বাবার কাছ থেকে চাষের তেমন কোন জমিই তিনি পাননি। পরের বাড়িতে দিন মজুরি দিয়ে কোন মতে সংসার চালাতেন। একদিন রোজগার করতে না পারলে পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে থাকতে হতো। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে স্বল্প পরিসরে চাষাবাদ করতেন তিনি। তাতেও সংসার ভালোভাবে চলত না। একদিন তিনি জানতে পারেন, পার্টনার প্রোগ্রামের আওতায় হর্টেক্স ফাউন্ডেশন থেকে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তিনি সে প্রশিক্ষণ নেন ও বর্তমানে তিনি জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলার, গোপীনাথপুরের হর্টেক্স ফাউন্ডেশন অংশীজন গ্রুপের একজন সদস্য হিসেবে সক্রিয় আছেন।

তিনি এক সময় অন্যের জতি বর্গা নিয়ে স্বল্প পরিসরে অল্প পরিমাণে আলু চাষ করতেন, সেই বাছেদই এখন হয়েছে। আলু রপ্তানিকারক। আলু রপ্তানি করে বছরে তার আয় হয় ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা।

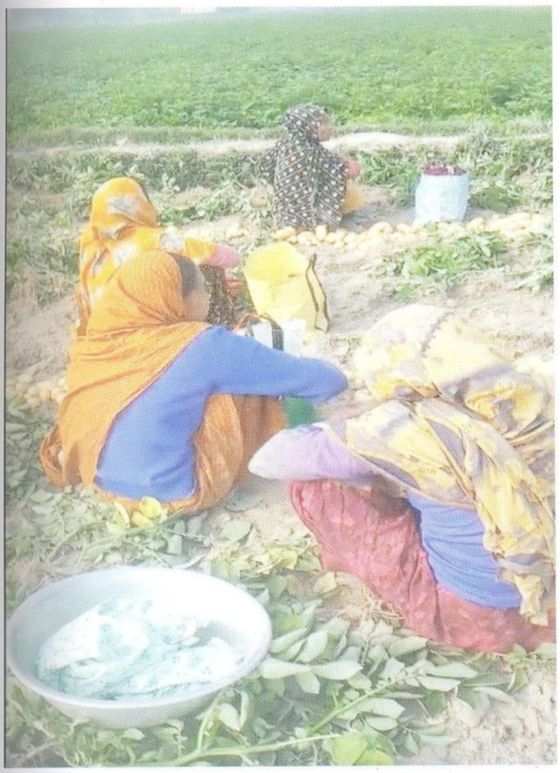

রপ্তানির উদ্দেশ্যে মাঠে আলু তোলা ও বাছাই

রপ্তানির উদ্দেশ্যে মাঠে আলু মজুদ ও ট্রাকে প্রেরণ

হঠাৎ একদিন তার সাথে পরিচয় ঘটে চট্টগ্রাম থেকে আসা এক ব্যক্তির সাথে। তিনি বিদেশে আলু রপ্তানি করেন। তিনি বাছেদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম ডিপোতে আলু কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেন। দুজন কথাবার্তা বলে এ ব্যাপারে সব ঠিক করে নেন। শুরু হয় আব্দুল বাছেদের অন্য জীবন। একদিন যে বাছেদ ছিলেন আলু চাষি সেই তিনি এখন চট্টগ্রাম ডিপোতে রপ্তানির জন্য আলুর জোগান দিতে হয়ে ওঠেন আলু ব্যবসায়ী। রপ্তানিকারকের চাহিদা অনুযায়ী তিনি নিজ এলাকার আলু চাষিদের কাছ থেকে আলু সংগ্রহ করা শুরু করেন। তবে তিনি সেসব জমির আলু তোলার আগেই মাঠে থাকা অবস্থায় আলুসহ জমি কিনে নেন। এরপর নিজস্ব শ্রমিক দিয়ে সেসব জমির আলু তোলার পর বিভিন্ন আকারের আলু বাছাই করেন। তারপর ডিপোর চাহিদা অনুযায়ী আলুগুলো আলাদা করান। বাছাই করা সেসব আলু প্রথমে বস্তায় ভরে জমিতে মজুদ (ডিপি) করেন, পরে ট্রাক এনে ট্রাকে লোড দিয়ে চট্টগ্রাম পাঠান। এতে তার মণপ্রতি ৫০০ থেকে ৫৫০ টাকা খরচ হয়। তারপরও তিনি লাভ করেন মণপ্রতি ২৬০ থেকে ৩০০ টাকা। আলু বাছাই করার পর বাকি ছোট আলুগুলো ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, ভালুকা এবং সরিষাবাড়ির বাজারে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম দামে বিক্রির জন্য পাঠান। তিনি জানান, মাঠ থেকে তিনি যেসব জাতের আলুর বিদেশে চাহিদা রয়েছে তিনি সেসব জাতের আলু চাষিদের কাছ থেকে কেনেন। এ জাতগুলো ছিল সানসাইন, এল্যাকা, মিউজিকা, কুম্বিকা, সান্তনা এবং গ্রানুলা জাতের আলু। এসব আলুই তিনি চট্টগ্রামে পাঠান। চট্টগ্রামে ডিপোর লোকেরা আলুগুলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কার্গো জাহাজের মাধ্যমে মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, সৌদি আরব এবং নেপালে রপ্তানি করেন। এ পর্যন্ত তিনি ৩ হাজার ২৫ টন আলু হোসেন এন্টারপ্রাইজ, সুফলা মাল্টি প্রোডাক্টস লিমিটেড, ক্রসেস এগ্রো এন্ড থিংকস টু সাপ্লাই এন্ড ফাস্ট ডেলিভারির মাধ্যমে বিদেশে পাঠিয়েছেন। তিনি আশা করছেন, এ বছর হয়ত তিনি রপ্তানির পরিমাণ দ্বিগুণ করতে পারবেন। এ বছর তিনি এভাবে আলু রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন ৭ থেকে ৮ হাজার টন।

আলু রপ্তানি করে গত বছর তার প্রায় ৩ থেকে ৪ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। এর ফলে তার জীবনেও এসেছে পরিবর্তন। তার ছেলেমেয়েরা এখন স্কুলে পড়ছে, সংসারেও এসেছে স্বচ্ছলতা। এখন আর তাদের না খেয়ে দিন কাটাতে হয় না। বাছেদ এখন এলাকার আলু চাষিদের কাছে যেন আলোর দিশারী। এর পেছনে রয়েছে তার আগ্রহ, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম আর হর্টেক্সের দিক নির্দেশনা।

আমের স্বপ্নে বিভোর উদ্যোক্তা রফিক

মিটুল কুমার সাহা
যুগ্ম-পরিচালক (মার্কেটিং), হর্টেক্স ফাউন্ডেশন

মোঃ রফিকুল ইসলাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার একজন কলেজ শিক্ষক ও আমচাষী। অন্য দশ জনের মতো তিনিও আম চাষ শুরু করেছিলেন এক যুগ আগে। প্রচলিত পদ্ধতিতে আম চাষ করেন মোঃ রফিক। নিজের কিছু জমি নিয়েই তার কৃষিতে পথচলা। প্রতি বছর আম চাষ করে লাভের মুখ দেখেন। বাড়াতে থাকেন জমির পরিমাণ এবং আম চাষকে বেশি গুরুত্ব দিতে শিক্ষকতা পেশাটি আর ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তার স্বপ্ন এখন শুধুই ফল চাষ। তার বাগানে এখন দেশি, বিদেশি বিভিন্ন জাতর ফলের সমাহার। তার ফলবাগানে ২৫ জাতের আম, ৪-৫ প্রকারের মাল্টা, কমলালেবু, বারি ড্রাগন ফল-১ সহ ৫০ প্রজাতির ফল শোভা পাচ্ছে। শিক্ষিত হওয়ায় এ পেশায় ভালো করার পথ সহজেই খুঁজে বের করেছেন তিনি। স্থানীয় আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে সদ্য মুক্তায়িত প্রায় সকল উচ্চ ফলনশীল জাত এখন তার বাগানে। স্থানীয় কৃষি অফিসের সাথে রয়েছে ভালো বোঝাপড়া। যে কোন ধরনের উদ্যোগ তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করে গ্রহণ করে থাকেন।

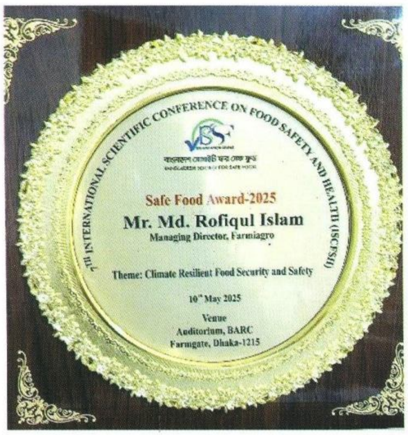

জুন ২০২৩ সালের দিকে তার সাথে আমাদের পরিচয় হয়। তখন তার ফল বাগানের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০০ বিঘা বা ১০০ হেক্টরের কিছু বেশি। সাধারণ চাষি থেকে তিনি পরিণত হয়েছেন সফল উদ্যোক্তায়। তার চোখে মুখে শুধুই আমের স্বপ্ন। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা বাস্তবায়নের জন্য কৃষি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নজরে আসেন তিনি। এবার আরো বেশি কিছু করার প্রত্যয় যেন উছলে ওঠে তাঁর চোখেমুখে। এ প্রত্যয় যেন বাংলাদেশের আমকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফল গবেষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে তাঁর ১০০ শতক জমিতে শুরু করা হয় উত্তম কৃষি চর্চা (জিএপি) অনুসরণ করে আম চাষের গবেষণা কার্যক্রম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি আম-৩ এবং বারি আম-৪ জাতে গবেষণা কাজটি সম্পাদন করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে অত্যন্ত সফলভাবে তিনি কাজগুলো সম্পাদন করেন। দেশের অন্য এলাকার চাষিদের কাছে তিনি এখন একটি অনুপ্রেরণা। প্রতিদিন স্থানীয় আমচাষিরা তাঁর কাছে আসেন আম বিষয়ে বুদ্ধি পরামর্শ নিতে। বর্তমানে তাকে অনুসরণ করেন আরো ১০-২০ চাষি, স্বপ্ন দেখেন রফিকের মতো সফল হতে। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা প্রোটোকল বাস্তবায়নকালে কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ, আম রপ্তানিকারক, বিদেশি প্রতিনিধিরা তার বাগান পরিদর্শন করেছেন এবং আমের সকল বিষয়ে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এখন তার ফল বাগানের পরিমাণ ৯৫০ বিঘা বা প্রায় ১৩০ হেক্টর। প্রতিদিন তার বাগানের নিয়মিত কাজ করেন প্রায় ১০০ জন লোক। মৌসুমে আরো বেশি লোক কাজ করেন, কখনও কখনও আমের মৌসুমে প্রায় ৪০০-৪৫০ জন কাজ করেন তার বিভিন্ন ফল বাগানে। প্রতি বছর ৩-৪ কোটি টাকার আমের কেনাবেচা হয় তার মাধ্যমে। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা প্রোটোকল

বাস্তবায়নকালে তিনি অন্য আমবাগানগুলোতে গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ গ্যাপ চর্চা করেন। তার আমের বাজারজাতকরণ চোখে পড়ার মতো। অনলাইন আম বিক্রেতারা তার বাগান হতে আম ক্রয় করে তাদের ক্রেতারদের কাছে পৌঁছে দেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ জেলার আম ব্যবসায়ীদের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে। গত কয়েক বছর হতে তিনি আম রপ্তানি করেন। এছাড়াও অনেক ক্রেতা তার বাগান হতে সরাসরি আম কিনে থাকেন। বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা প্রোটোকল বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার ভালো মানের আম উৎপাদনের কলাকৌশলগুলো তিনি রপ্ত করেছেন। এর স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০২৫ সালে নিরাপদ খাদ্য পদক অর্জন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ব্যক্তিত্ব এবং ২০২১ সালে এআইপি হিসেবে সম্মানিত হন। অনেক চাষি আম চাষ ভালোভাবে না বোঝার কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কিন্তু তিনি ধারাবাহিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। রফিকের স্বপ্ন তার মতো অন্য চাষিরা আম চাষাবাদে বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা অনুসরণ করবেন এবং নিরাপদ, বিষমুক্ত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন করবেন এবং আম চাষ করে নিজে স্বাবলম্বী হবেন।

কৃষকের বাজারে নিরাপদ আম

জাহিদুর রহমান

সমকাল

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে কৃষকের বাজারে পাওয়া যাবে উত্তম কৃষিচর্চা অনুসরণ করে উৎপাদিত নিরাপদ আম

সাতক্ষীরার কলারোয়ার ইলিশপুর গ্রামের আমচাষি কবিরুল ইসলামের চোখে এবার আশার দীপ্তি। হলুদ ব্যাগে মোড়া প্রতিটি আম তার পরিশ্রম, শৃঙ্খলা আর কৃষিচর্চার ফসল। গতবার যেখানে পানির দরে আম বিক্রি করতে হয়েছিল, এবার প্রতি কেজিতে পাচ্ছেন ৯০-১০০ টাকা। নেই কোনো মধ্যসত্ত্বভোগী, নেই অনিশ্চয়তার ভয়। কারণ এবার তিনি আম চাষ করেছেন 'উত্তম কৃষি চর্চা' বা জিএপি পদ্ধতি অনুসরণ করে।

কবিরুলের সেই নিরাপদ আম এখন রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কৃষকের বাজারে পৌঁছেছে। সেসব আম ঘিরে ঢাকার ভোক্তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাড়তি আগ্রহ, আস্থা। শুক্রবার এই বাজারেই আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলো জিএপি পদ্ধতিতে উৎপাদিত নিরাপদ আমের বাজারজাতকরণ কার্যক্রম। উদ্বোধন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান।

জিএপি- গুড অ্যাগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিসেস মানে শুধু একটি কাগুজে সনদ নয়। এর পেছনে আছে প্রশিক্ষণ, সচেতনতা, নির্ধারিত ধাপে উৎপাদন, নিরাপদ সংগ্রহ ও মানসম্মত বিপণনের প্রক্রিয়া। কবিরুল জানালেন, এবার সার, ওষুধ, পানি সব কিছুই ব্যবহার করেছেন সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে। ফলাফল তার ভাষায়, 'খরচ একটু বেশি হলেও লাভ বেশি। ঢাকায় প্রতি কেজিতে ২০-২৫ টাকা বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে।' ন্যায্য দাম পেয়ে খুশি কবিরুলের মতো অন্য আমরা চাষিরাও। ঢাকার ভোক্তার চোখে এই আমের গল্প যেন হয়ে উঠছে দেশের কৃষি বদলের প্রতিচ্ছবি।

নিরাপদ আম উৎপাদন ও বাজারজাতের উদ্যোগ বাস্তবায়নে কাজ করছে কৃষি মন্ত্রণালয়, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের (ইফাদ) যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত পার্টনার প্রোগ্রাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ও হর্টেক্স ফাউন্ডেশনও এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত।

গুলশানের বাসিন্দা ফারহানা রহমান শুক্রবার এসেছিলেন কৃষকের বাজারে। হাতে কয়েক কেজি আম। বললেন, 'সাধারণ বাজারে কীটনাশক নিয়ে ভয় থাকে। এখানে জিএপি লেখা দেখে কিনেছি। আমের ঘ্রাণ বেশ ভালো।'

এই আস্থা তৈরি হওয়ার পেছনে আছে সরকারি উদ্যোগ, কৃষকের আন্তরিকতা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চার সমন্বিত প্রয়াস। কৃষি সচিব বলেন, বাংলাদেশের আমের স্বাদ ও গুণমান ভালো হলেও রপ্তানিতে পিছিয়ে আছি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতার কারণে। উন্নত কৃষি চর্চা ও গ্যাপ পূরণ করে এই ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশ থেকে এখন ৩৮টি দেশে আম রপ্তানি হয়। এ বছর যুক্ত হয়েছে চীন। গত বছর ১ হাজার ৩০০ টন আম রপ্তানি হয়েছিল। সরকারের লক্ষ্য, তা বাড়িয়ে ৫০ হাজার টন করার।

আমের মৌসুম দীর্ঘ করতে এবং রং উন্নত করতে কাজ করছেন দেশের গবেষকেরা। তবে মান, নিরাপত্তা ও দ্রুত রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু জায়গায় এখনও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বিশেষ করে কাস্টমস ও স্বাস্থ্যসনদ ইস্যুতে। কৃষি সচিব জানান, আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে এসব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে।

পার্টনার প্রোগ্রামের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর আবুল কালাম আজাদ জানালেন, দেশের ৮টি বিভাগ, ৬৪ জেলা ও ৪৯৫টি উপজেলায় এই কর্মসূচি বিস্তৃত। লক্ষ্য ৩ লাখ হেক্টর জমিতে জিএপিভিত্তিক ফল ও সবজির আবাদ। এই কর্মসূচির আওতায় কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে জিএপি প্রশিক্ষণ, সনদ, বাজার সংযোগ ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সহায়তা। সঙ্গে আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, সিড টেস্টিং ল্যাব ও স্মার্টকার্ডের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নাসির-উদ-দৌলা বলেন, কৃষকের বাজারের সঙ্গে যুক্ত আম চাষিরা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সচেতন অংশ। তাদের আম বিশ্ব বাজারের দ্বারপ্রান্তে। বাংলাদেশের কৃষি বদলাচ্ছে উৎপাদনের ভেতর দিয়ে নয়, মান, নিরাপত্তা আর ভোক্তার আস্থায়।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সৈয়দ মো. রফিকুল আমিন বলেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার পথে একটি সম্মিলিত বন্ধন তৈরি হচ্ছে- উৎপাদক, সরকারি সংস্থা, বিজ্ঞানী, রপ্তানিকারক ও ভোক্তার মধ্যে। জিএপি শুধু একটি চর্চা নয়, এটি নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার প্রতি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতি। বিশ্বব্যাপী আমের জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখতে হলে প্রয়োজন মানসম্মত উৎপাদন, নিরাপদ সংরক্ষণ ও পেশাদার বিপণন।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের যুগ্ম পরিচালক মিটুল কুমার সাহা জানান, রাজধানীর কৃষকের বাজারে প্রতিদিন এক টন আম বিক্রি হবে। পুরো মৌসুমে সাতক্ষীরা, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীর আম ঢাকায় আসবে সরকারি ব্যবস্থাপনায়। এতে কৃষকের বাড়তি খরচ হবে না।

সমকাল, ৩১ মে ২০২৫

হর্টেক্স-পার্টনার প্রকল্পের আমের বিপণন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক

নয়া দিগন্ত

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন ও পার্টনার প্রকল্পের যৌথ উদ্যোগে গুড অ্যাগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (জিএপি) অনুসারে চাষ করা আমের বিপণন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এটি দেশের ফল রপ্তানি বৃদ্ধির দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। শুক্রবার (৩০শে, মে) ঢাকার সংসদ এলাকায় অবস্থিত কৃষক বাজারে (ফার্মার্স মার্কেট) এ উদ্যোগের উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান।

হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিপণন সহায়তা প্রদান করে জাহেরা সিড করপোরেশন, আরত এগ্রো বিডি এবং এস কে ইন্টারন্যাশনাল।

কৃষি সচিব দীর্ঘ দিনের লজিস্টিক ও নীতিগত বাধা দূর করে কৃষি রপ্তানিকে আধুনিকীকরণের জন্য সরকারের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমরা শুধু জাতিগত ভোক্তাদের জন্য নয়, বরং মূলধারার বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশের জন্য দেশভিত্তিক রপ্তানি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করছি। বাংলাদেশের আম বিশ্বব্যাপী উচ্চ চাহিদা থাকলেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কারণে রপ্তানির পরিমাণ কম। জিএপি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা এই বাধাগুলো কাটিয়ে উঠতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছি।'

চিত্রঃ হর্টেক্স-পার্টনার প্রকল্পের জিএপি-সনদপ্রাপ্ত আমের বিপণন শুরু। নয়া দিগন্ত

তিনি ঘোষণা দেন যে, শিগগিরই আম রপ্তানিকারকরা একটি সরলীকৃত প্রক্রিয়ার সুবিধা পাবে, যেখানে কাস্টমস ও সুরক্ষা ছাড়পত্র একক পয়েন্টে দেওয়া হবে। এতে সময় ও খরচ উভয়ই কমবে। এই সমন্বয় আমাদের ফল ও সবজি রপ্তানির গুণগত মান ও দক্ষতা উভয় দিক থেকে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে। লজিস্টিক ও প্রক্রিয়াকরণে আন্তঃমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত জটিলতা দূর করতেও কাজ চলছে। বিমান পরিবহণ খরচ কমানোর বিষয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। পাশাপাশি, হার্ভেস্ট-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা যেমন হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ও কোল্ড চেইন অবকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে।

বর্তমানে গাবতলীতে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট সুবিধা চালু রয়েছে। শ্যামপুর ও পূর্বাচলে অতিরিক্ত সুবিধা নির্মাণাধীন। শ্যামপুরে কাস্টমস অপারেশন স্থানান্তরের পরিকল্পনাও রয়েছে, যেখানে কাস্টমস ও বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে ছাড়পত্র দেবে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'দেশের আম রপ্তানির অপার সম্ভাবনা রয়েছে। গত অর্থবছরে আমরা মাত্র ১,৩০০ টন আম রপ্তানি করেছি। কিন্তু বাংলাদেশ ঘরোয়া চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বছরে ৫০,০০০ টন পর্যন্ত আম রপ্তানি করতে সক্ষম।'

তিনি আন্তর্জাতিক বাজারে দৃষ্টিনন্দন রং ও গুণগত মানের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং উল্লেখ করেন যে, বিশ্বব্যাপী ভোক্তাদের রুচির সাথে স্থানীয় উৎপাদনকে সামঞ্জস্য করতে গবেষণা চলমান রয়েছে। সরকার কৃষকের বাজারের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে আমের মতো মৌসুমি ফলকে আরো সহজলভ্য করতে কাজ করছে, যা রপ্তানি লক্ষ্য ও স্থানীয় বাজার চাহিদা পূরণে সহায়তা করে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাইফুল আলম, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নাসির-উদ-দৌলা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিম, হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সৈয়দ মোঃ রফিকুল আমিন এবং পার্টনার প্রকল্পের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর আবুল কালাম আজাদ।

এ উদ্যোগ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ, যা কৃষিকে একটি টেকসই, নিরাপদ ও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক খাতে রূপান্তরিত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় 'প্রোগ্রাম অন এ্যাগ্রিকালচারাল অ্যান্ড রুরাল ট্রান্সফরমেশন ফর নিউট্রিশন, এন্টারপ্রেনরশীপ অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইন বাংলাদেশ (পার্টনার)' বাস্তবায়ন করছে, যা জুলাই ২০২৩ থেকে জুন ২০২৮ পর্যন্ত চলবে।

বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এ্যাগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)-এর অর্থায়নে এ প্রকল্প দেশের আট বিভাগ, ১৪ অঞ্চল, ৬৪ জেলা ও ৪৯৫ উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সাতটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা এ প্রকল্পে কাজ করছে, যেখানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেশন ইউনিট (পিসিইউ) প্রধান সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশনসহ আটটি সহযোগী সংস্থা এই উদ্যোগের কৌশলগত অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।

নয়া দিগন্ত, ৩০ মে ২০২৫

সুগন্ধি ধানভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়নে বিজনেস প্লান কনসালটেশন সভা

দিনাজপুর প্রতিনিধি
বাংলাদেশ প্রতিদিন

সুগন্ধি ধানভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন ও বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিনব্যাপী ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বিজনেস প্ল্যানিং কনসালটেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার চিরিরবন্দর উপজেলা পরিষদ হলরুমে হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের আয়োজনে দিনব্যাপী ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল বিজনেস প্ল্যানিং কনসালটেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় চিরিরবন্দর ও আশেপাশের এলাকার প্রায় শতাধিক কৃষক, প্রক্রিয়াজাতকারক, মিলার, বাজার মধ্যস্থতাকারী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ব্যাংক কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও সাংবাদিকসহ প্রায় ১১০ জন অংশীজন অংশগ্রহণ করেন। সভার আলোচনার ভিত্তিতে একটি প্রাথমিক কার্যপরিকল্পনা গৃহীত হয়, যেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ, সরকারি সহায়তা এবং কৃষকের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সভায় বক্তারা সুগন্ধি ধানের উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, প্যাকেজিং, ব্র্যান্ডিং, বাজার সংযোগ বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় অংশগ্রহণকারীরা একটি টেকসই এবং বাজারমুখী ভ্যালু চেইন গড়ে তুলতে যৌথভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

চিরিরবন্দর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জোহরা সুলতানা সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের ঊর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহম্মদ শামসুল হুদা, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ হামিদুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মোঃ রেজাউল করিম, পার্টনার প্রোগ্রাম, হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের ভ্যালু চেইন প্রমোশনাল অফিসার মোঃ আব্দুল মান্নান প্রমুখ। প্রধান আলোচক ছিলেন মোঃ মামুন হোসেন, পোস্ট হার্ভেস্ট স্পেশালিষ্ট, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, অনলাইন ভার্সন, রবিবার, ১ জুন ২০২৫